MAR 20 [illegible]

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এখনও পাঠ্যপুস্তক পৌঁছায় নাই

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক জরিপে বলা হইয়াছে যে, নূতন বই না পাওয়ায় মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ৯২ শতাংশেরই পড়াশোনায় ক্ষতি হইতেছে। এই সংস্থা ২১টি জেলার ২৭টি থানার ৫৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬৩৬ জন ছাত্রছাত্রী ও ৫৩ জন প্রধান শিক্ষকের উপর তাহাদের জরিপ চালাইয়া এই পরিসংখ্যান পাইয়াছে। আর্থিক ক্ষতির সহিত লেখাপড়ার ক্ষতির তুলনা করা না গেলেও ইহা মানিতেই হইবে যে, চলতি শিক্ষাবৎসর নূতন বই না পাইয়া শিক্ষার্থীদের জ্ঞানান্বেষণে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। টেকস্ট বুক বোর্ড সময়মতো তো বটেই মার্চ মাসের এই শেষ সপ্তাহেও ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই সরবরাহ করিতে পারে নাই। কারণ এই সংস্থা যে তিনটি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই মুদ্রণের ওয়ার্ক অর্ডার দিয়াছিল তাহারা সেই দায়িত্ব পালন করিতে দুই/তিন মাস সময় বেশি লাগাইয়া ফেলিয়াছে। বেক্সিমকোর মালিকানাধীন ওই তিন প্রতিষ্ঠান মুদ্রণের ক্ষেত্রে কম দর দেওয়ায় টেকস্ট বুক বোর্ড তাহাদের কাজ করিবার অনুমতিপত্র দেয়। কারণ হিসাবে বলা হইয়াছিল যে, ইহাতে সরকারের ৩৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হইবে। সরকারি অর্থ বাঁচাইবার জন্য তাহারা বাহবা পাইলেও শেষাবধি তাহারা যে বোর্ডের বই মুদ্রণের কাজটি লেজে-গোবরে করিয়া ফেলিয়াছে তাহারই খেসারত এখন দিতে হইতেছে ছাত্রছাত্রীদের। ইহার ফলে দেশব্যাপী শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের যে চরম ক্ষতি হইতেছে, তাহার জন্য নিঃসন্দেহে বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রথমত দায়ী। দ্বিতীয়ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও শুধু দলীয় দৃষ্টিকোণ হইতে তাহারা কোনও ব্যবস্থা লয় নাই। ভুলে ভরা নিম্নমানের কাগজ ও কালিতে নিম্নমানের মুদ্রণ, পাঠ্যপুস্তকগুলি মান-মর্যাদা ধুলায় মিশাইয়া দিয়াছে। দায়ে পড়িয়া, অর্থদণ্ড দিয়া কোন কোনও ছাত্রছাত্রী শিক্ষাবৎসরের দুই মাস চলিয়া যাইবার পর বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। তবে এই দৃশ্যও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শহরেই সীমাবদ্ধ। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির দশা যে আরও খারাপ, সেইখানে যে আজও পড়াশোনা, ক্লাস আরম্ভই করা যায় নাই, সেই খবর হয়তো শিক্ষামন্ত্রী আদৌ রাখেন না। কারণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের বই যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাইল কিনা সেই তদারকি শিক্ষামন্ত্রীর অফিস করে নাই। করিলে রাতের ঘুম হারাম করিয়া হইলেও গত নভেম্বরেই তিনি শত শত প্রেসে মুদ্রণ ও বই বাঁধাইয়ের কাজ বণ্টন করিয়া দিতেন। এই ব্যর্থতার জন্য সরকারপ্রধান শিক্ষামন্ত্রীকে তিরস্কার করিয়াছেন কি না তাহাও পরিষ্কার জানা যায় নাই। আবার শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদৌ কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা লইয়াছেন কিনা রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে তাহাও বোধগম্য নহে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ বই কিনিতে গিয়া নাজেহাল হইয়াছেন, বই না পাইয়া শিক্ষার্থীগণ পুরাতন বই লইয়াই ক্লাস শুরু করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইহার চাইতে বড় দুঃখ একজন শিক্ষার্থীর জন্য আর কি হইতে পারে। সব মিলাইয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষাবোর্ড চলতি বৎসর ছাত্রছাত্রীদের তিনটি মাস কাড়িয়া লইয়াছে। অথচ দোষী বেক্সিমকোর তিন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়ার কথা বলা হইলেও কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা লইয়াছেন, তাহা আজও অজ্ঞাত। শিক্ষাবোর্ড যদি দাবি করে যে, তাহারা ৩৬ কোটি টাকা সাশ্রয় করিয়াছে, তাহার জবাবে বলা যায় যে, শিক্ষার্থীর ক্ষতি হইয়াছে ৩৬ হাজার কোটি টাকারও অধিক। 'সস্তার তিন অবস্থা' বলিয়া যেই কথাটি এই সমাজে প্রচলিত তাহার মর্ম শিক্ষাবোর্ড, মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উপলব্ধি করিতে বলা উচিত। কেননা, তাহাদের গাফিলতি, অদূরদর্শিতা, দলীয় দৃষ্টিকোণ এবং অ-অভিভাবকসুলভ আচরণই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় এমন বিপর্যয় ঘটিয়াছে।